বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নবনির্মিত ঘাঁটি বানৌজা শের-ই-বাংলা, ৪১ পিসিএস-এর ৪টি জাহাজ এবং ৪টি এলসিইউ-এর কমিশনিং অনুষ্ঠান।

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণভবন ও কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

বুধবার

২৮ আষাঢ় ১৪৩০

১২ জুলাই ২০২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,
নৌবাহিনী প্রধান,
কুটনীতিকবৃন্দ, অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমণ্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ণ।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নবনির্মিত ঘাঁটি বানৌজা শের-ই-বাংলা, ৪১ পিসিএস এর ৪টি জাহাজ এবং ৪টি ল্যান্ডিং ক্রাফট্ ইউটিলিটি এর কমিশনিং অনুষ্ঠানে ভিডিও-কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনকে।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটে নিহত আমার বাবা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আমার মা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই- বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং ১০ বছরের ছোট্ট রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ- সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, একমাত্র চাচা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দীন আহমেদ, পুলিশের বিশেষ শাখার এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ সকল শহিদকে।

নৌবাহিনীর ঘাঁটি বানৌজা শের-ই-বাংলা এমন একজন মহান নেতার নামে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বাংলার জনগণের সার্বিক কল্যাণে অসামান্য অবদান ও অসীম বীরত্বের কারণে শের-ই-বাংলা নামে খ্যাত। একইসঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধে অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও অসীম সাহসিকতার মাধ্যমে জীবন উৎসর্গকারী **বীর নৌসদস্য শহিদ দৌলত, শহিদ ফরিদ, শহিদ মহিবুল্লাহ এবং শহিদ আখতার উদ্দিনের** নামে নামকরণ করা জাহাজসমূহের কমিশনিং অনুষ্ঠান অত্যন্ত গর্বের।

এছাড়াও মিয়ানমার হতে বল পূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জন্য ভাসানচরে আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত ৪টি এলসিইউ যথাক্রমে **বানৌজা ডলফিন, বানৌজা তিমি, বানৌজা টুনা এবং বানৌজা পেঙ্গুইন** আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রতীক।

সুধিমণ্ডলী,

জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি ভূ-রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি একটি আধুনিক, শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি **'বানৌজা ঈসা খান'** এর কমিশন করেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। তিনি দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে **'দ্য টেরিটরিয়াল ওয়াটারস্ এন্ড মেরিটাইম জোনস্ অ্যাক্ট'** প্রণয়ন করেন।

৭৫'র ১৫ আগস্টের পরবর্তী সরকারগুলো নৌবাহিনীর উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমাদের সরকার প্রথম বারের মতো নৌবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করে।

গত সাড়ে ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার ফোর্সেস গোল-২০৩০ অনুযায়ী নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌবহরে এভিয়েশান ও সাবমেরিন সংযোজন করে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিশ্ব দরবারে আজ ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, গড়ে তোলা হয়েছে হেলিকপ্টার ও টহল বিমান সমৃদ্ধ নেভাল এভিয়েশন এবং বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস্। সমুদ্রে নজরদারী ও নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে হেলিকপ্টার ছাড়াও একাধিক যুদ্ধ জাহাজ এবং সরঞ্জামাদি ক্রয় ও নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন অপারেশান ও ট্রেনিং এর জন্য বিশেষায়িত ও অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন সাবমেরিন ঘাটি গত ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে কমিশন করা হয়েছে। আমাদের অর্জিত বিশাল সামুদ্রিক এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে নৌবাহিনীর কর্মপরিধি ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুধিমণ্ডলী,

আজ বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি, ৪১ পিসিএস এর ৪টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৪টি এলসিইউ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। এই ঘাঁটি এবং জাহাজসমূহ নিজ নিজ অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পায়রা সমুদ্র বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমুদ্রে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল এবং ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধিকরণসহ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে আমি পায়রা সমুদ্র বন্দরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করি। সেই সঙ্গে পায়রা সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দেশি-বিদেশি জাহাজসমূহ নিরাপদে সমুদ্র পথে চলাচলের জন্য, উপকূল এলাকায় নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান প্রতিরোধ ইত্যাদি বিবেচনা করে একই সময়ে আমি এই ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। আজ আমি এই ঘাঁটির কমিশনিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি ও নবনির্মিত যুদ্ধজাহাজসমূহ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এছাড়াও দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৪১ পিসিএস এর যুদ্ধজাহাজ এবং ৪টি এলসিইউ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বানৌজা শের-ই-বাংলা প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং আমাদের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে যুদ্ধজাহাজ তৈরি নৌবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে আরও একটি নতুন মাইলফলক।

খুলনা শিপইয়ার্ডে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে একদিকে যেমন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে অপরদিকে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী 'Buyer Navy' থেকে 'Builder Navy' তে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের নৌবাহিনী আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত। নৌবাহিনীর জাহাজ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশ নিচ্ছে এবং নিজেরাও সফলভাবে মহড়ার আয়োজন করছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ ভূ-মধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় সফলভাবে নিয়োজিত থেকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। এছাড়া ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত International Fleet Review আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আমি জাতির পিতার ১৯৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে নৌবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেওয়া ভাষণ থেকে কোট করছি, কোট "বাংলাদেশ নদীমাতৃক। আমাদের নৌবাহিনীর প্রয়োজন আমাদের রক্ষা করবার জন্য। সাইক্লোনের মোকাবিলা করবার জন্য। আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা শান্তিকামী জাতি। আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু আত্মরক্ষা করার মতো ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার।" আনকোট

গত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে। এই সময়ে আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। আমরা বিশ্বে মাথা উচুঁ করে চলবো। এজন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সমুদ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাকে প্রতিহত করার যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র রুখতে আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিবিধ সুবিধা সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির নির্মাণ এবং এক সঙ্গে ৮টি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ নৌবাহিনীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমি আশা করি, নতুন এই ঘাঁটি ও জাহাজসমূহের কমিশনিং সার্বিকভাবে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিশ্বমানের নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের পদক্ষেপ আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।